এনআইএ-এর তল্লাশি শিল্পপতির বাড়ি ও কারখানায়

নিজস্ব সংবাদদাতা, কাঁকসা ঃ দুর্গাপুর জুড়ে ব্যাপক চাঞ্চল্য। আচমকাই মঙ্গলবার সকাল থেকে দুর্গাপুরের বুকে এনআইএ-এর তল্লাশি অভিযান শুরু হয়। শুধু দুর্গাপুর নয় কাঁকসা ব্লকের বামুনাড়া শিল্পতালুকে এক বেসরকারি কারখানায় ব্যাপক তল্লাশি চালায় এনআইএ-এর একটি দল। কিন্তু কি কারণে এই অভিযান চালানো হচ্ছে তা নিয়ে মুখ খুলতে চায় নি এনআইএ-এর দলটি। সোনু আগরওয়াল নামে এক শিল্পপতির বেসরকারি ইস্পাত কারখানা জয়শ্রী ইস্পাতের ভিতরে প্রবেশ করে এনআইএ-এর এক দল। সঙ্গে ছিল কাঁকসা পুলিশ এবং সিআরপিএফ। কিন্তু কি কারণে এই অভিযান তা নিয়ে ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে দুর্গাপুরে। বিধাননগরে শিল্পপতি সোনু আগরওয়ালের বাড়িতেও চলছে এনআইএ-র অভিযান। উল্লেখ্য, এই মালিকের সারা রাজ্যের বিভিন্ন জেলায় এবং ভিন রাজ্য ঝাড়খন্ড, বিহার মিলিয়ে ১৬টি কারখানা রয়েছে বলে সূত্রের খবর। এদিন এনআইএ-এর তল্লাশি অভিযানে স্থানীয় পুলিশকে শুধু এনআইএ-এর তরফে আইনশৃঙ্খলা রক্ষার দায়িত্বে রাখা হয়েছে। এরবেশি তাঁরাও কিছু জানেন না। বেশ কয়েক বছর আগে গোপালপুর থেকে এক ইঞ্জিনিয়ারিং ছাত্রকে আইএসআইএস জঙ্গি হিসাবে গ্রেফতার করে নিয়ে যায় এনআইএ। আবার এনআইএ-এর অভিযান গোপালপুরের পাশের গ্রাম বামুনাড়ায়।

শৌচাগার উদ্বোধনে মেয়র

নিজস্ব সংবাদদাতা, আসানসোল ঃ মঙ্গলবার সকালে আসানসোলের বিএনআর মোড়ে একটি কমিউনিটি টয়লেটের উদ্বোধন করেন মেয়র জিতেন্দ্র তেওয়ারি। উপস্থিত ছিলেন স্থানীয় কাউন্সিলর-সহ পুরনিগমের আধিকারিকরা। আসানসোলের বিএনআর মোড় একটি গুরুত্বপূর্ণ এলাকা। এখানে সাধারণ মানুষের সুবিধার্থে দীর্ঘদিনের দাবি ছিল কমিউনিটি টয়লেটের। সেই চাহিদা পূরণে আসানসোল পুরনিগমের পক্ষ থেকে এটি চালু করা হল। এদিন মেয়র জিতেন্দ্র তেওয়ারি বলেন, মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন, মানুষের সাথে থেকে মানুষের কাজ করতে। আমরা সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত সেই চেষ্টা করি। পুরনিগমের টিম এলাকায় ঘুরে মানুষের চাহিদা দেখে, সেগুলো পূরণের ব্যবস্থা করা হয়। বিএনআর মোড়ের মত ব্যস্ত ও জনবহুল এলাকায় পুরনিগমের এই কমিউনিটি টয়লেট হওয়ায় উপকৃত হবেন সাধারণ মানুষ।

গোপালপুরে এসারের নিরাপত্তারক্ষীদের বিক্ষোভ

নিজস্ব সংবাদদাতা, কাঁকসা ঃ বেসরকারি মিথেন গ্যাস উত্তোলনকারী সংস্থা এসার কোম্পানীর গোপালপুর ইউনিটের নিরাপত্তারক্ষীরা মঙ্গলবার সংস্থার কর্মীদের ইউনিটের ভিতর প্রবেশ করতে না দিয়ে বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করে। নিরাপত্তারক্ষীদের অভিযোগ, এসার নিযুক্ত নিরাপত্তারক্ষী এজেন্সি দুর্নীতি এবং শ্রমিক শোষণ করছে। নিরাপত্তা রক্ষীদের অভিযোগ, তাদের নির্দিষ্ট বেতনের থেকে কম বেতন দেওয়া হয় এবং নিয়মিত বেতন দেওয়া হয় না। নিরাপত্তা কর্মীদের অভিযোগ, পিএফ জমা দেওয়া হয় না। নিরাপত্তারক্ষীরা সরাসরি এজেন্সির পরিবর্তন চেয়েছেন কর্তৃপক্ষের কাছে। গোপালপুরের এসার সংস্থার নিরাপত্তারক্ষীদের দাবি, সংস্থা নিযুক্ত সিকিউরিটি সংস্থাকে বাতিল করে অন্য সংস্থাকে নিযুক্ত করা হোক। নিউগেন সিকিউরিটি এজেন্সির বিরুদ্ধে গোপালপুরের এসার ইউনিটের নিরাপত্তারক্ষীদের অভিযোগ, গত এক বছর ধরে নিরাপত্তা কর্মীদের বেতন নিয়মিত দেওয়া হয় না। প্রতিমাসে কম পক্ষে দুই-তিন কিস্তিতে দেওয়া হয় তাদের এক মাসের বেতন। এই কারণে তাদের সংসার চালানো এক প্রকার অসম্ভব হয়ে পড়ছে বলে অভিযোগ। শুধু নিয়মিত বেতন নয় তাদের নির্দিষ্ট বেতনের থেকে কম বেতন দেওয়া হয়। নিরাপত্তা রক্ষীদের বেতন ৬১৩ টাকা (দৈনিক মজুরি) কিন্তু এই নিরাপত্তারক্ষী এজেন্সি নিরাপত্তা রক্ষীদের দৈনিক ৪৪৮ টাকা হারে বেতন দেয় বলে অভিযোগ। এছাড়াও নিরাপত্তারক্ষীদের পিএফ সঠিক সময়ে জমা পড়ে না বলে অভিযোগ। নিরাপত্তা কর্মীরা বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করে সকাল আটটা থেকে চলে প্রায় দেড় ঘন্টা। গেটে সমস্ত কর্মীদের আটকে দিয়ে বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করে নিরাপত্তা কর্মীরা। এদিকে এসারের মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক মোনালিসা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, সমস্যার সমাধান হয়ে গিয়েছে। এছাড়াও তিনি জানান, এই নিরাপত্তা রক্ষীরা সরাসরি এসারের কর্মী নয় এরা এজেন্সি নিযুক্ত কর্মী। তবু এদের সমস্যার বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে দেখা হবে বলে জানান এই আধিকারিক।

গৃহবধূ খুনে আটক প্রেমিক-সহ ২

নিজস্ব সংবাদদাতা, আসানসোল ঃ আসানসোলের কুলটি থানার রাধানগরে এক গৃহবধূ খুন হয়। আটক করা হয় প্রেমিক-সহ আরও ২ জনকে। নিহতের নাম লীলা দেবী। স্বামী মারা যাবার পর লীলা রাধানগর হাটিয়ায় একটি বাড়িতে থাকত। তার স্বামী বছর দশেক আগে মারা যায়। এইসময় থেকেই তার সাথে সম্পর্কে জড়িয়ে পড়ে ইসিএল কর্মী হপন মাঝি। লীলা এবং তার তিন সন্তানের ভরণপোষণের দায়িত্ব নেয় সে। সোমবার রাধানগর পেট্রোল পাম্প সংলগ্ন একটি ভাড়াবাড়িতে লীলাকে নিয়ে যায় হপন। এরপর লীলা আর বাড়ি ফেরেনি। তার সন্তানরা খোঁজ করে ওই বাড়িতে গিয়ে তার মাকে পড়ে থাকতে দেখে। খবর পেয়ে ছুটে যায় নিয়ামতপুর ফাঁড়ির পুলিশ। আটক করা হয় হপন মাঝিকে। জিজ্ঞাসাবাদের জন্য আরও দুজনকে আটক করা হয়েছে।

শিক্ষক সমিতির বস্ত্র বিতরণ

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান ঃ মঙ্গলবার পশ্চিমবঙ্গ তৃণমূল প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির উদ্যোগে বস্ত্র বিতরণ হয়। পূর্ব বর্ধমান চক্রের রসিকপুর মসজিদপাড়া ৩-এর পল্লী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে এই অনুষ্ঠানটি হয়। উপস্থিত ছিলেন বিধায়ক অভেদানন্দ থান্ডার ও তৃণমূল প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির পূর্ব বর্ধমান জেলার সাধারণ সম্পাদক মোঃ আবু বক্কর, আব্দুর রব, শাহিদুল হক ও আহ্বায়ক সুমিত মন্ডল-সহ অনেকে। মোহাম্মদ আবু বক্কর জানিয়েছেন যে, পুজোর মুখে আমরা দেখতে পাই অনেক গরিব মানুষ আছেন যারা নিজেরা নতুন জামাকাপড় কিনতে পারেন না, প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির তরফ থেকে এদিন পুজো উপলক্ষ্যে দেড়শো জন গরিব ছাত্রছাত্রীর হাতে নতুন জামাকাপড় তুলে দেওয়া হয় সেই সাথে এলাকার গরিব বৃদ্ধ-বৃদ্ধাদের হাতেও জামাকাপড় তুলে দেওয়া হয়।

স্বাস্থ্যকেন্দ্রের পরিশ্রুত পানীয় জল নিয়ে ক্ষোভ

নিজস্ব সংবাদদাতা, পূর্বস্থলী ঃ পূর্বস্থলী ২ নং ব্লক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে পরিশ্রুত পানীয় জলের কল বিকল হয়ে পড়ে থাকায় জল পাচ্ছেন না ভর্তি থাকা রোগীরা। সেই সাথে গ্রাম থেকে চিকিৎসা করতে আসা রোগীরাও জল না পেয়ে ক্ষোভে ফুঁসছেন। জানা গিয়েছে যে, মাসখানেক ধরে বিকল পরিশ্রুত পানীয় জলের ব্যবস্থা। ফলে স্বাস্থ্যকেন্দ্রে আসা রোগী এবং তাদের পরিবারের লোকজনেরা বিপাকে পড়েছেন। এক বিশেষ সূত্রে জানা গিয়েছে যে, মাসখানের ধরে স্বাস্থ্যকেন্দ্রে পরিশ্রুত পানীয় জলের ব্যবস্থা নেই। ফলে বাইরের বিভিন্ন নলকূপের জলপান করতে হচ্ছে রোগী এবং তার আত্মীয়দের। তবে এলাকার অনেক জায়গায় আর্সেনিক থাকায় চিন্তায় পড়েছেন অনেকেই। হাসপাতালে আসা রোগীরা জানিয়েছেন যে, পূর্বস্থলীতে সবথেকে বেশি গুরুত্বপূর্ণ পরিচিত পানীয় জলের। তবে মাসখানেক ধরে বিকল হয়ে রয়েছে পরিচিত পানীয় জলের কল এটা দ্রুত মেরামত করা দরকার বলে মনে করছেন হাসপাতালে আসা রোগী এবং আত্মীয় পরিজনেরা। স্বাস্থ্যকেন্দ্রে এমন হাল হলে রোগীদের কি অবস্থা হয় এমনটাই আশঙ্কা প্রকাশ করছেন স্বাস্থ্যকেন্দ্রে আসা রোগীরা। স্বাস্থ্যকেন্দ্রের ভারপ্রাপ্ত বিএমওএইচ প্রশান্ত সরকার বিষয়টি সম্পর্কে জানিয়েছেন যে, তিনি চিঠি পাঠিয়েছেন মহকুমাশাসককে। গুরুত্ব দিয়ে দেখার আশ্বাস দিয়েছেন মহকুমাশাসক। ইতিমধ্যেই এলাকার মানুষের কাছে পূর্বস্থলী ২ নং ব্লক স্বাস্থ্যকেন্দ্র স্বাস্থ্যপরিষেবার ক্ষেত্রে যথেষ্ট গুরুত্ব অর্জন করেছে তবে চিকিৎসকের সংখ্যা আরও বাড়লে এলাকার বাসিন্দারা উপকৃত হতেন।

ব্রিটিশ আমলের রেলদপ্তর নতুনরূপে মুখোপাধ্যায় পরিবারের মন্দিরে

নিজস্ব সংবাদদাতা, কাঁকসা ঃ ১৭৫ বছর আগে ব্রিটিশ আমলে রেলদপ্তর তাদের এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার রায় রামগতি রায়বাহাদুরের দুর্গামন্দির নির্মাণ করে দেয়। আর তারপরে এবছর নতুন করে মুখোপাধ্যায় পরিবারের পক্ষ থেকে মন্দির সংস্কার করা হল। পরিবার সূত্রে বলা হয়, ছয় মাস সময় থাকলেও তিন মাসে একটি সেতু নির্মাণ করে রেল চালিয়ে দেখিয়েছিলেন বলে ব্রিটিশ রেলকর্তারা তার পরিবারের মন্দির নির্মাণের দায়িত্ব নিয়ে নেন। রামগতি মুখোপাধ্যায় ব্রিটিশ সরকারের কাছে রায় বাহাদুর উপাধি পান। অনেকটাই পিছন ফিরে যাওয়া যাক। রামগতি মুখোপাধ্যায়ের বাবা ছিলেন উত্তর চব্বিশ পরগণার আড়িয়াদহের বাসিন্দা। খুব অল্প বয়সে পিতৃহারা হন। বোন আর তার একমাত্র ছেলেকে নিয়ে আসেন রামগতির মামা। কুলডিহাতেই মানুষ হন। মেধাবী ছাত্র ছিলেন রামগতিবাবু। চরম অভাবের মধ্যে থাকলেও লেখাপড়া চালিয়ে যান রামগতি বাবু। তিনি সেই সময়ে বর্ধমান মহারাজার বাড়িতে গৃহ শিক্ষকতা করতেন। সেখান থেকেই নিজের পড়াশোনাও চালিয়ে যান। এরপর রামগতিবাবু ইঞ্জিনিয়ারিং ডিগ্রি পান। রেলদপ্তরের এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ারের পদে চাকরি পান। পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, কুলডিহা থেকে গরুর গাড়ি চড়ে রাজবাঁধে আসতেন দপ্তরে যাওয়ার জন্য। রায় রামগতি রায় বাহাদুরের জন্যই রাজবাঁধে ট্রেন দাঁড়ানো শুরু হয় বলে জানা গিয়েছে মুখোপাধ্যায় পরিবারের থেকে। মুখোপাধ্যায় পরিবারের দেবী দুর্গার প্রতিষ্ঠা নিয়ে এক বিশেষ কাহিনী রয়েছে। রামগতি রায় বাহাদুর তখন বেকার। বর্ধমান মহারাজার বাড়িতে তখন গৃহ শিক্ষকতা করেন। রামগতি বাবুর মা কুলডিহার চট্টোপাধ্যায় পরিবারের অষ্টমীর ভোগ রান্না করছিলেন। কথিত আছে দেবী নিজে সেই ভোগ খান। ভোগের মধ্যে পাঁচ আঙুলের দাগ ছিল। কুলডিহার চট্টোপাধ্যায় পরিবারের কর্তারা ভোগের মধ্যে পাঁচ আঙুলের দাগ দেখে রামগতিবাবুর মাকে অপমান করে তাড়িয়ে দেন ভোগ চুরি করে খাওয়ার জন্য। অষ্টমীর রাতেই দেবী স্বপ্নাদেশ দেন। নবমীর দিনে ঘটে দেবীর আরাধনা শুরু হয়। এইভাবেই চলতে থাকে প্রায় বছর ১৪ বলে জানান মুখোপাধ্যায় পরিবারের সদস্যরা। এরপর ভারতীয় রেল থেকে মন্দির নির্মাণ করে দেওয়া হয়। মুখোপাধ্যায় পরিবারের দেবীর পুজোয় রয়েছে বেশ কিছু বৈশিষ্ট্য। সপ্তমীর দিন কালো ছাগল বলি দেওয়া হয়। অষ্টমীর দিন সাদা ছাগল বলি হয়। আর নবমীর দিন ছাগল, ভেড়া এবং আখ বলি দেওয়া হয়। নবমীর দিন নরনারায়ণ সেবা হয়। আর মহাভোগে ২৪ কেজি দুধে পাঁচ পোয়া চালের পরমান্ন ভোগ করা হয়। মুখোপাধ্যায় পরিবার ষষ্ঠী থেকে একাদশীর দিন পর্যন্ত একসাথে সমস্ত শরিক খাওয়া দাওয়া করে। নবমীর দিন প্রায় ৪০০ বছরের পুরানো কুলচন্ডী তলায় দুটি ছাগল বলি দেওয়া হয়। একাদশীর দিন মহাধুমধাম করে বিসর্জন দেওয়া হয়। বাজি, আলো আর বিভিন্ন বাজনার সাথে বিসর্জন দেওয়া হয় দেবীকে।

তৃণমূল যুব কংগ্রেসের রক্তদান শিবির

নিজস্ব সংবাদদাতা, মন্তেশ্বর ঃ মঙ্গলবার মেমারি ২ নং তৃণমূল যুব কংগ্রেসের উদ্যোগে শ্রীধরপুর হাটতলাতে রক্তদান শিবির অনুষ্ঠিত হয়। শিবিরের উদ্বোধন করেন বিধায়ক সৈকত পাঁজা। উপস্থিত ছিলেন জেলাপরিষদের সদস্য মহম্মদ ইসমাইল মামনি মুর্মু, কুন্তল মন্ডল-সহ অনেকে। জানা গিয়েছে যে, ২১ জন মহিলা-সহ মোট ৭৫ জন স্বেচ্ছায় রক্তদান করেন। বিধায়ক সৈকত পাঁজা রক্তদান শিবিরের উদ্বোধনকালে জানিয়েছেন যে, ব্লাড ব্যাঙ্কের রক্তসংকট মেটাতেই এই ধরণের রক্তদান শিবিরের আয়োজন করেছে তৃণমূল যুব কংগ্রেসের নেতৃত্ববর্গ। তাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ দিতেই হয় এই কারণেই যে মুমূর্ষু রোগীর পাশে তারা দাঁড়িয়েছে। রক্তদান শিবিরকে কেন্দ্র করে তৃণমূল কর্মী সমর্থকদের মধ্যে প্রবল উৎসাহ-উদ্দীপনা দেখা যায়।

চৌধুরী পরিবারে ঘোড়ামুখী সিংহে চড়ে পুজিত হন দেবী

নিজস্ব সংবাদদাতা, কালনা ঃ মন্তেশ্বরের পুটশুড়ি গ্রামের চৌধুরী পরিবারের দুর্গা ঘোড়ামুখী সিংহে চড়ে মর্ত্যে আসেন। দেবী দুর্গার বাহন সিংহের মুখ হুবহু ঘোড়ার মতো। রং সাদা। দেবীকে উৎসর্গ করা হয় থোড়ের নৈবেদ্য। প্রায় ৪০০ বছর ধরে এই রীতি মেনেই পুজো করেন মন্তেশ্বরের পুটশুড়ি গ্রামের চৌধুরী পরিবারের সদস্যরা। এই পরিবারের সন্ধিপুজোর কথাও সকলের মুখে মুখে ঘোরে। গ্রামবাসীদের দাবি, সন্ধিপুজোয় মানত করলে অনেকেরই মনোবাসনা পূরণ হয়ে থাকে। তাই সন্ধিপুজোয় এলাকার মানুষের ভিড় জমে। পুজোর আর মাত্র কয়েকটা দিন বাকি তাই ঠাকুরদালানে এখন ব্যস্ততা তুঙ্গে। পুজোর কদিন এখানে গ্রামবাসীদের ভিড় উপচে পড়ে তেমনই সময়ের সঙ্গে সঙ্গে পারিবারিক পুজোর আড়ম্বর কিছুটা কমলেও পুজো ঘিরে সকলের উৎসাহ-উদ্দীপনা কিন্তু প্রবল আকার ধারণ করে। আলোয় আলোকিত করে তোলা হয় পুজোমন্ডপ তারও প্রস্তুতি চলছে এখন জোরকদমে। পারিবারিক পুজো হলেও এলাকার মানুষের কাছে সার্বজনীন দুর্গাপুজো নামেই পরিচিত। পরিবারের সদস্যরা জানিয়েছেন যে, এই পুজোর প্রবর্তক জমিদার কালীপদ চৌধুরী ছিলেন। জমিদার যতদিন ছিল এই পুজোর আড়ম্বর ছিল সব থেকে বেশি কিন্তু এখম জমিদারি নেই কিন্তু আন্তরিকতার অভাব নেই। উৎসবের দিনগুলিতে মুড়ি-মুড়কি, নাড়ু, মিষ্টি খাওয়ানো হয় দর্শনার্থীদের। আর সেই জন্য শুধু গ্রামের মানুষই আসেন তা নয় অনেকেই আন্তরিকতার টানে ভিড় জমান এই চৌধুরী বাড়ির পুজোয়। পুজো উপলক্ষ্যে বিলি করা হয় নতুন জামাকাপড় ও গ্রামবাসীদের মনোরঞ্জনের উদ্দেশ্যে আয়োজন করা হত আগে যাত্রা থিয়েটার এখনও সবটা না হলেও প্রতিদিন সন্ধ্যায় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন হয়। জানা গিয়েছে যে, পরিবারের সদস্য নরোত্তম চৌধুরীর সময় থেকে এই পরিবারের পুজোয় ভাটা পড়তে থাকলেও নরোত্তম বাবু স্বদেশী আন্দোলনে জড়িয়ে পড়ায় ব্রিটিশ সরকার তার সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করে তবুও বর্তমানে অনেকটাই কাটিয়ে উঠেছেন পরিবারের সদস্যরা এমনটাই জানা গিয়েছে। সময়ের সঙ্গে তাল মিলিয়ে পরিবারের সদস্যরা এই পুজোকে সার্বজনীন পুজো এবং পুজোর ঐতিহ্য বজায় রাখার চেষ্টা করে যাচ্ছেন বলে জানা গিয়েছে। পুজোয় পশুবলির রেওয়াজ এখন নেই। প্রবীণ সদস্য অসীমা চৌধুরী জানিয়েছেন যে, পুজোয় অনেক রদবদল হয়েছে ঠিকই কিন্তু দেবীকে থোড়ের নৈবেদ্য আজও দেওয়া হয়ে থাকে। দেবী দুর্গা থোড় থেকে ভীষণ পছন্দ করেন বলে দাবি পরিবারের সদস্যদের। তাই পুজোর প্রস্তুতি চলছে জোড়কদমে।

ডাঃ অশোক কুমার নন্দী
MBBS, MD, FIAMS
Regd. No.- 54156 (WBMC)
রোগী দেখছেন :- স্পন্দন হেলথ্ পয়েন্ট-এ
লিংক রোড, আরামবাগ, হুগলি
সময়- সকাল ১০.৩০ মি. থেকে বিকাল ৪টে পর্যন্ত।
যোগাযোগ ঃ 9732228783, 9775034533

এম. এ. গণি হাসপাতাল
কোর্ট রোড, আরামবাগ, হুগলি
দিবারাত্রী রোগী ভর্তির সুব্যবস্থা আছে।
বিঃ দ্রঃ- স্বাস্থ্যসাথী কার্ড হোল্ডারদের এখানে সম্পূর্ণ বিনামূল্যে সুচিকিৎসার ব্যবস্থা আছে।
Ph: 9609538713, 9775781615, 03211- 255 222